আমাদের সময়

তারিখ 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বসতি ২৫ হাজার হলেও নেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শামীমুজ্জামান শামীম, হাতিয়া ●

বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা। হাতিয়া উপজেলার থেকে পশ্চিম দিকে জেগে ওঠা বিচ্ছিন্ন তিনটি চর হচ্ছে– ঘাসিয়ার চর, ঢালচর ও মৌলভীর চর। ঘাসিয়ার চরটির দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার প্রস্থ ৬ কিলোমিটার, ঢালচলের দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার প্রস্থ ৬ কিলোমিটার এবং মৌলভীর চরের দৈর্ঘ্য ৬ কিলোমিটার প্রস্থ ৪ কিলোমিটার। তিনটি চরের আয়তন ৮০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২৫ হাজরের বেশি বলে জানা গেছে।

হাতিয়ার ৩ চর

সূত্র জানায়, এ তিনটি চরে মানুষ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখানে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। উপস্বাস্থ কেন্দ্র বা কমিউনিটি ক্লিনিক নেই, সাইক্লোন শেল্টার নেই। বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য টিউবওয়েল নেই। নিরাপত্তার জন্য কোনো পুলিশ ফাঁড়ি নেই। জেলা ও উপজেলার শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোনো স্ট্রাক ঘাট নেই।

এখানের মানুষ কৃষিকাজ, মৎস আহরণ ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা ইচ্ছা করলেই জেলা শহর বা উপজেলা শহরে যেতে পারে না। এখানের মানুষ সরকারি সব ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ঘাষিয়ার চরে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হলে এখানের মানুষ সরকারের সুযোগ সুবিধা কিছুটা হলেও পেত।

এখানে কোনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই। সরকার সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে কিছুটা হলেও বিদ্যুতের স্বাদ ভোগ করাতে পারত। আধুনিক সব ধরনে সুবিধাবঞ্চিত চরের এ বিশাল জনগোষ্ঠী।

এ তিনটি চরের মানুষ বর্তমানে বয়ারচর প্রশাসনিক ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। ইউপি চেয়ারমানের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র পেতে হলে তাদের ১০ কিলোমিটার মেঘনা নদী পারি দিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া এ চররের শেষ সীমানা থেকে বয়ারচরের দূরত্ব ৭০ থেকে ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত । এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাদের বয়ারচরে যেতে হয়। যা ঝুঁকিপূর্ণ, ব্যয়বহুল ও কষ্ট সাধ্য। ইচ্ছা করলেই মানুষ সেখানে যেতে পারে না। আবহাওয়া খারাপ থাকলে সেখানে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জানা গেছে, এ তিনটি চরের মধ্যে ঘাসিয়ার চরে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে আরও ৩ হাজার পরিবার সেখানে পুনর্বাসিত হবে। বর্তমানে ঘাসিয়ার চরে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ বাস করছে। এখানে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু হাসনাত মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বলেন, এখানে একটি প্রশাসনিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় ঘাসিয়ার চরে খুব শিগগিরই একটি প্রশাসনিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে।